আপনি কে? পরিচয় দিন আগে, তবেই ভোট চাইবেন।

কর্নফুলি প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশীদের প্রথম প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি জন্ম থেকেই জ্বলছে। মামলা, হামলা হয়েছে-হচ্ছে সর্বদা। শান্তি'র ঘর (মসজিদ) নয় যেন এটি, শয়তানের আখড়া এ ঘরটি। অশান্তিগুলো হচ্ছে নির্বাচিত (আসলে মনোনিত) কমিটিতে ঢুকে থাকা কিছু অযোগ্য, অসৎ ও স্বার্থপর ব্যক্তির কারনে। মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাব্দি কার্যকরী কমিটির নির্বাচন অথবা মনোনয়নের সময় কোন ব্যক্তির পরিচয় কখনোই জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়নি। সব কিছু হয়েছে নীরবে, গোপনে। কে নির্বাচনে দাঁড়ালো, কেন দাঁড়ালো এবং লোকটির পরিচয় কি, ইত্যাদি বিষয়গুলো কেউ জানেনা যতক্ষন না কোন ঝামেলা বা মামলা শুরু হয়েছে। ঝঞ্জাট লাগার পরই তাদের অনেকের মুখোশ খসে পড়ে। তখনি তাদের চরিত্রের 'এক্সরে' রিপোর্ট থেকে জানা যায় সে কে এবং কি ধরনের 'মাল'। লুকোচুরি ও ছল-চাতুরীর কারনে নিয়মিত শরাবী, স্বঘোষিত খুনি, সরকারীভাবে ঘোষিত সমকামী, আয়কর ফটকা ও অর্থনৈতিক দেউলিয়া ব্যক্তিগুলো মসজিদ কমিটিতে ঢুকে পড়ে। বিষ্টার উপরে যতই 'হালাল আতর' ছেটানো হোকনা কেন সুগন্ধ কখনোই উদ্ভাসিত হবেনা। ঠিক একইভাবে এধরনের লোকগুলো কমিটিতে যতদিন সংযুক্ত থাকবে ততদিন কোন কমিটিই 'সাচ্চা' হতে পারেনা।

আমরা একটি সভ্য ও সুন্দর সমাজে বসবাস করি। যেখানে মানবতাবোধ, বিচার ও গনতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে একজন সতী ও বেশ্যাকে একই পাল্লায় পরিমাপ করা হয়। জাতীয় বা সাংগঠনিক যেকোন নির্বাচনে সকল প্রার্থী তার চরিত্রের 'এক্সরে' রিপোর্ট না হলেও অন্তত একটি বায়োডাটা তারা জনগনের সামনে তুলে ধরে। যারফলে ভোটাররা জানতে পারে সে কাকে ভোট দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে দেখতে পাই তেমনি একটি গুরুত্বপুর্ন নির্বাচনী প্রচারনা যা এখন চলছে বিখ্যাত মোটরিষ্ঠ সংগঠন 'NRMA'তে। উক্ত নির্বাচনের প্রার্থীরা খোলামেলাভাবে ভোটারদের সামনে সঙ্ক্ষিপ্তভাবে তাদের পরিচয় এবং নির্বাচনি ওয়াদাগুলো প্রকাশ করেছেন। ভোটাররা এখন নিজের বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে চিন্তা করবেন কাকে ভোট দিলে উক্ত সংগঠনটির মঙ্গল হবে, রাস্তায় গাড়ীগুলো নিরাপদ থাকবে, ইত্যাদি। (টোকা মারুন)

পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে শিক্ষা নেয়ার ভালো অনেক কিছুই আছে। সংক্ষিপ্ত বসনায় গোরা নারীদের ধবধবে উরু দেখানোর ফতোয়া দিয়ে ওদের ভালো দিকগুলোকে ছুঁড়ে ফেলা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে 'ওরা আমাদের দেশে থাকেনা, আমরাই ওদের দেশে বাস করি'। ওদের সবকিছুই খারাপ এবং ওরা কাফের এ ধারনাটি মনে থাকলে তবে ওদের দেশেই-বা আসা কেন? লিবিয়ায় চলে যান, কাতার যান, মক্কায় যান, নাহলে অন্তত খান-সাহেবদের দেশ পাকিস্তানে যান। খৃষ্টান-নাসারার দেশে আসা কেন? নিজের সহদরা বোনটিকে বৌ বানিয়ে এখানে আনা কেন? আপন চাচাকে নিজের সমকামী সঙ্গি হিসেবে এখানে স্পন্সর করা কেন? আপন ভায়ের সাথে নিজের স্ত্রী বা কন্যাকে বিয়ে দেয়ার নাটকই-বা কেন করতে হচ্ছে? [জটিল ও লম্বা এ কাহিনীগুলো আজ থাক, অনেক মুসল্লি-বুজর্গান ফেঁসে যাবেন। পরে বলবো।] তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে সবাইকে, বাংলাদশের আর্থ-সামাজিকাবস্থা যদি উল্টো হতো এবং অস্ট্রেলিয়ান গোরারা যদি আমাদের দেশে রিফুজি অথবা মাইগ্রেশন মেরে থাকতো তাহলে 'সাদা মাইয়া' একটারো পেট খালি থাকতো না। অন্তত মাদ্রাসা ও মসজিদের কাছে যদি কোন দুর্ভাগা গোরার বাড়ী হতো তাহলে তার অবস্থা হতো গুরুচরণ। ধ্বজভঙ্গ বাঙ্গালীর পাতলা বির্য্যে সয়লাব হয়ে যেত হতভাগা গোরাদের শৌচাগার থেকে বসত-বাড়ীর উঠোন পর্যন্ত। সে হিসেবে আমাদের কন্যা, জায়া, জননীরা খৃষ্টান-নাসারার এদেশে সম্পুর্ন নিরাপদ (ছোবাহান্ আল্লাহ, শুকোর আল্হামদুলিল্লাহ্)। অন্তত এ কথাগুলো তুলনা করেও-তো আমরা এই তথাকথিত কাফেরদের ভালো দিকগুলোকে গ্রহন করতে পারি।

বাংলাদেশী মসজিদের আসন্ন নির্বাচনে যেকোন প্যানেল তাদের সকল প্রার্থিদের সঙ্ক্ষিপ্ত বায়োডাটা এবং যারা সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদকের মত গুরুত্বপুর্ন পদগুলোতে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন তাদের ছবি সহ সাংগঠনিক যোগ্যতা, দক্ষতা এবং সাধারন পরিচিতি যেকোন প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ভোটারদের মাঝে প্রচার করা উচিত। যদি কোন প্যানেল অথবা কোন একক প্রার্থি নির্বাচনী প্রচারনায় তাদের পরিচয় জনসমক্ষে তুলে না ধরেন তাহলে বুঝতে হবে তারা কিছু গোপন করতে চাইছেন এবং আগামীতে পুনরায় আরেকটি মামলা অথবা ঝামেলার ভ্রুন তারা সৃষ্টি করছেন। সুশীল সমাজের সদস্যরা মনে করেন "অন্তত কোরআন ও সুন্নাহ্'র কথা ভেবে হলেও এবারের মসজিদ কমিটি নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে ভোট দেয়ার আগে ভোটাররা প্রার্থীর পরিচিতি দেখতে চাইবেন।" উক্ত পদ্ধতীটি ভবিষ্যতে যেকোন বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠনের (হিন্দু/মুসলিম/বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান) নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

প্রতিবেদকঃ বনি আমিন, মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টঃ ২০১১ (www.karnafuli.com)